উপস্থিত ঃ- মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ,
সহকারী জজ আদালত, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম

আদেশ নং-৩৩
তারিখ- ৩০/০৮/২০২২ ইং

অদ্য একতরফা আদেশের জন্য ধার্য আছে।

বাদীপক্ষ হাজিরা দাখিল করেননি।

নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদী আরজি তফসিল বর্নিত নালিশী **পূর্ব-গোমদন্ডী** মৌজার ৪০০০ নং বি এস খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে রেকর্ড হয়েছে মর্মে দাবি করিয়া ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় **১-১৮** নং বিবাদীদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা আনয়ন করেছেন।

১-১৮ নং বিবাদীর প্রতি সমন সঠিকভাবে জারি হলেও তারা অত্র মামলায় হাজির হতে ব্যর্থ হয়। যার প্রেক্ষিতে বিগত ০৬/০৯/২০২০ ইং তারিখের **২১** নং আদেশমূলে তাদের বিরুদ্ধে এক-তরফা শুনানীর জন্য ধার্য হয়।

অত্র মামলা প্রমানের জন্য বাদীপক্ষে বাদী **সঞ্জয় দত্ত P.W.-1 ও নান্টু মেন P.W.-2** হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। বাদীপক্ষ দাবির সমর্থনে নিন্মবর্নিত কাগজাদি দাখিল করেন।

১। পূর্ব-গোমদন্ডী মৌজার আর এস- ৪৯০ ও বি.এস ৪০০০ নং খতিয়ান এর সি.সি প্রদর্শনী- **১** সিরিজ।

সঞ্জয় দত্ত P.W.-1 ও নান্টু মেন P.W.-2 এর গৃহীত জবানবন্দি, নথি ও দাখিলকৃত কাগজাদি (প্রদর্শনী ১ সিরিজ) দেখলাম এবং পর্যালোচনা করলাম। সার্বিক পর্যালোচনায় বাদীপক্ষের নালিশী খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব, স্বার্থ ও দখল রহিয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

এমতাবস্থায় বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে বলে আমি মনে করি। সুতরাং বাদীপক্ষ তাদের প্রার্থীত প্রতিকার পেতে হকদার।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-১৮ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনাখরচায় ডিক্রি হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী তফসিল বর্ণিত ভুমিতে বাদীগনের উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে এবং উক্ত ভুমি সংশ্লিষ্ট বি.এস ৪০০০ নং খতিয়ানে ১ নং বাদী ও ২/৩ নং বাদীর পূর্ববর্তীর নামে পরিমিত জরিপ না হয়ে বিবাদীগনের পূর্ববর্তীর নামে ভুল ও অশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যা যথারীতি বে-আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীগনের উপর বাধ্যকর নয়।

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম